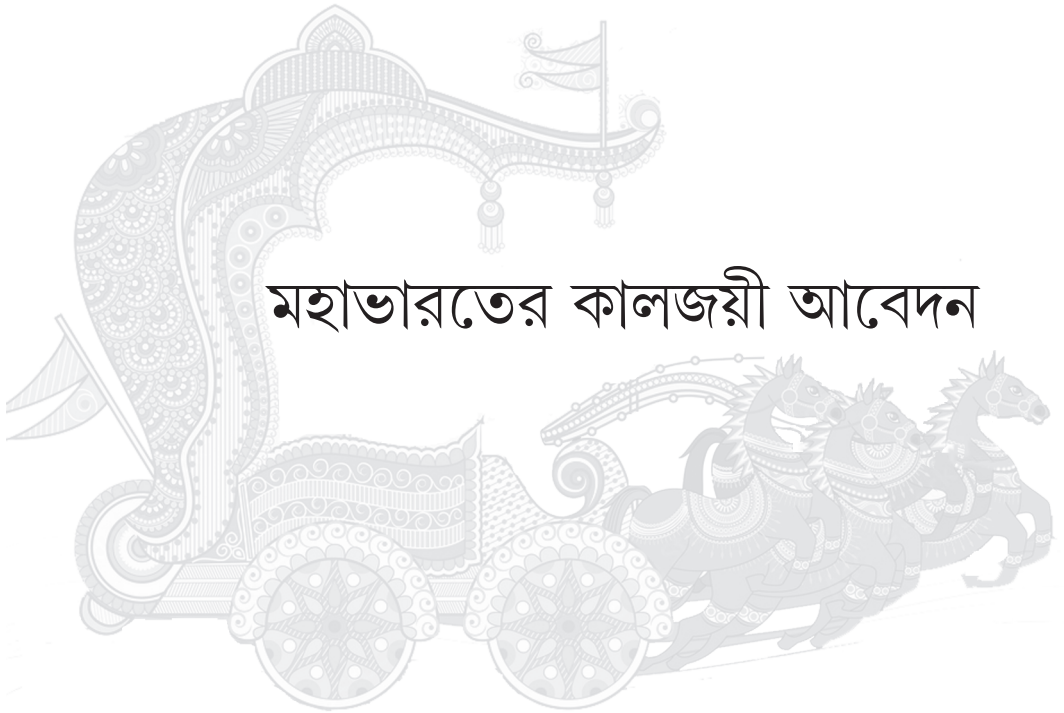

মহাভারতের কালজয়ী আবেদন

ভারতীয় ইতিহাস : প্রচলিত সময়সীমার বাইরে

ভারতীয় ইতিহাস বহু প্রাচীন। সেখানে 'আর্য আক্রমণ তত্ত্ব'কে (Aryan invasion theory) সমর্থন করার মতো কোনও প্রমাণ নেই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, স্যাটেলাইট ডেটা এবং ভূতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি প্রমাণ করে যে রামায়ণ-মহাভারত নিছক পৌরাণিক কাহিনি নয়।

এই প্রসঙ্গে বলব, সরস্বতী নদী কোনও কাল্পনিক নাম নয়। স্যাটেলাইট ও ভূতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। পোখরান পরমাণু বিস্ফোরণে একটি জলাশয় সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বোঝেন যে সেই জল বস্তুত বহুকাল ধরে আটকে থাকা হিমবাহ-বাহিত নদীর জল। সেই নদীই সরস্বতী। বাইশ কিলোমিটার প্রশস্ত এই নদী চোদ্দো হাজার বছর আগে একটি সমৃদ্ধ জলপথ ছিল। প্রায় সাত হাজার পাঁচশো বছর আগে টেকটোনিক মুভমেন্ট-এর ফলে নদীটি শুকিয়ে যেতে শুরু করে। সরস্বতী নদীর উল্লেখ বহুবার পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদে। ইদানীং কেউ কেউ দাবি করেন, ঋগ্‌বেদের সপ্তম মণ্ডল অন্তত পঞ্চাশ হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল। এর অর্থ, নদীটি অতই প্রাচীন। আজও উত্তরাখণ্ডের মান্না গ্রামে তার উৎসস্থলটি দেখা যায়। সরস্বতী নদীর তীরেই গড়ে ওঠে আমাদের সভ্যতা। তখন

প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা

সাধারণ সম্পাদিকা,
শ্রীসারদা মঠ ও
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ছিল। চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ফলে এখানে অসংখ্য দর্শনের উদ্ভব ঘটে। লন্ডনে ব্রিটিশ শ্রোতাদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ যে-কথা বলেছিলেন, তাতে এই সাংস্কৃতিক গর্বই প্রতিধ্বনিত হয় : ''যখন তোমাদের দেহে পোকামাকড় ঘুরে বেড়াত তখন আমাদের দেশ গৌরবের শিখরে উঠেছিল।''

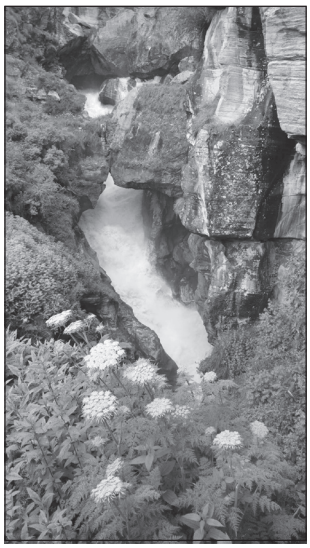

মান্নাগ্রামে সরস্বতী নদীর উৎস

ভারতের ইতিহাসের ঐতিহ্যের পুনর্বিবেচনা

প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে ভারতবাসীরা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখেনি, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। ইতিহাস নথিভুক্ত করার জন্য ভারত এক অনন্য পদ্ধতির প্রয়োগ করেছে, যা দর্শন ও অনুভূতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। একটি সুপরিচিত শ্লোকে বলা হয়েছে : ''ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্ উপদেশকথা উক্তম্ পুরাবৃত্তম্ ইতিহাস ইতি চক্ষতে।'' ইতিহাসের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির রূপরেখা এই শ্লোকে তুলে ধরা হয়েছে—অতীতের ঘটনাগুলিকে (পুরাবৃত্তম্) আকর্ষক গল্পের বিন্যাসে বর্ণনা করতে হবে যা সকল স্তরের মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হবে। আরও যেটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল ইতিহাসকে অবশ্যই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলি পূর্ণ করতে হবে যথা ধর্ম (ধার্মিকতা), অর্থ (জাগতিক কল্যাণ), কাম (বাসনা) এবং মোক্ষ (মুক্তি)। অনুকরণীয় ব্যক্তিদের জীবনের মাধ্যমে নৈতিক পাঠ দিতে হবে।

অন্যান্য দেশে প্রাপ্ত নিষ্ফল কালানুক্রমিক নথির তুলনায়, ভারতে রচিত ইতিহাসগ্রন্থগুলি ব্যাবহারিক জ্ঞান, সর্বজনীন সত্য, সামাজিক কল্যাণকর নৈতিক কাঠামোর উপরেই জোর দিয়েছে। ভারতীয় ইতিহাস মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিত। ভারতের সংস্কৃতি তাই অতুলনীয়—যা প্রতিফলিত করে আত্মপ্রত্যয়ী বিশ্বদর্শন।

মহাভারতের কালজয়ী নির্যাস

ভারতের এই দর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহাভারত, যা গল্প-দর্শন-নৈতিকতার সংমিশ্রণে ভারতের বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। সুপ্রাচীন এই মহাকাব্য মানুষের আবেগ ও অস্তিত্বগত দ্বিধাদ্বন্দ্বগুলির গভীর অন্বেষণ করেছে বলে, বিশ্বজুড়ে পাঠকদের সমাদর লাভ করেছে।

প্রেম-উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে বিশ্বাসঘাতকতা-ক্ষতি পর্যন্ত মানব-অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বর্ণালি মহাভারতে রয়েছে। মনোবিজ্ঞান, পারিবারিক সম্পর্ক, ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব—এমনকী যুদ্ধনৈপুণ্যের বিশদ আলোচনা ও বহু সিদ্ধান্ত এখানে আছে যা যুগে যুগে প্রাসঙ্গিক। এর কেন্দ্রস্থলে আছেন পাণ্ডবদের পথপ্রদর্শক ধর্মমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে ও পঞ্চপাণ্ডবকে ঘিরেই সমস্ত কার্যাবলি ও অন্যান্য চরিত্র আবর্তিত হয়। আখ্যানটি মানুষের সুখান্বেষণের ব্যর্থতা প্রকাশ করে। এই সন্ধানের পরিণতি দুঃখজনক হলেও তা এক গভীর বোধ জাগায়। সংবেদনশীলতা, গভীরতা এবং সমৃদ্ধ দর্শন মহাভারতকে নিছক কাহিনির নিগড়ে আটকে না রেখে এক কালোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ কাব্যে উন্নীত করেছে।

মহাভারত প্রমাণ করে যে ভারতের ইতিহাস শুধুমাত্র অতীতের ঘটনাবলির বিবরণ মাত্র নয়। বরং তা জীবনযাপনের উপযুক্ত প্রাণবন্ত, বহুমুখী এক নির্দেশিকা। ইতিহাসকে আকর্ষণীয় আখ্যান হিসাবে

যখন উপস্থাপিত করা হয়, তখন সে কালজয়ী হয়ে যুগে যুগে সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে ও শিক্ষা দিতে পারে। মহাভারত এবং অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থগুলি নিশ্চিত করে যে দর্শন, নৈতিকতা ও সর্বজনীন মূল্যবোধের সম্মিলন হলে ইতিহাস মানবতার অগ্রগতির সঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক থাকে।

ভারতের 'জীবন্ত ঐতিহ্য' অধ্যয়নের জটিলতা

নদীগুলির মতো সভ্যতাগুলিরও 'প্রবাহ' যখন বন্ধ হয়ে যায় তখনই তাদের বোঝা সহজ হয়—মৃত সভ্যতাগুলির সময়রেখা ও প্রত্নবস্তু অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ভারতের প্রাচীন সভ্যতা অবিচ্ছিন্ন রয়েছে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তারিখ নির্ধারণ এক্ষেত্রে কঠিন। প্রাকৃতিক কারণে (যেমন নদীর শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি) দেশবাসীকে জিনিসপত্র সহ স্থানান্তরিত হতে হয়েছে। উপরন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যে মৃতদেহ শ্মশানে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই মমি বা সংরক্ষিত দেহাবশেষের মতো প্রমাণ সহজে পাওয়া যায় না। এসব কারণে প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে ভারতের মতো একটি জীবন্ত সংস্কৃতি অধ্যয়ন করা অতি কঠিন।

উত্তরপ্রদেশের 'সিনৌলি'তে সাম্প্রতিক খননের ফলে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারগুলি সকলে জানতে পারছেন। সেখানে তাম্র-মণ্ডিত রথের পাশাপাশি কিছু যোদ্ধার কঙ্কাল পাওয়া গেছে (নারী সহ)। যদিও এই রথগুলির কাঠ ক্ষয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে লেগে-থাকা তামা দিয়ে কার্বন ডেটিং করা হয়েছে। তাই অনুমান করা হয় যে এই ধ্বংসাবশেষ সম্ভবত মহাভারতের সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ম্যাক্সমুলার ও আরও কেউ কেউ ইউরোপ-কেন্দ্রিক মানসিকতা ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য করার জন্য 'আর্য আক্রমণ তত্ত্ব' এবং ভারতের ইতিহাসকে তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে

সিনৌলি-তে প্রাপ্ত চার হাজার বছরের পুরনো রথ
(ভারতীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক আয়োজিত প্রদর্শনী, ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট, দিল্লি)

কমিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের ঐতিহাসিক বিশালতা ও প্রাচীনত্বকে উপেক্ষা করেছে। জুডিও-খ্রিস্টান ঐতিহ্যে নিহিত পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশকে দুহাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সীমিত করে। কিন্তু আমরা আমাদের ইতিহাসকে হাজার হাজার বছর আগের বলে বুঝতে পারি। লক্ষণীয়, আমাদের যুগগণনা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা ঘোষণা করেছে যে বর্তমান সৃষ্টি প্রায় ১৩.২ বিলিয়ন বছর আগে শুরু হয়েছিল এবং পৃথিবী নিজেই প্রায় ২.৮ বিলিয়ন বছর প্রাচীন। Graham Hancock, David Frawley এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ এখন ভারতের প্রাচীনত্বকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং ঔপনিবেশিক যুগের তত্ত্বগুলি প্রত্যাখ্যান করতে চাইছেন।

হরিবংশে 'ত্রিশিরা'র উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্খনির্মিত এই মুদ্রা বেটদ্বারকায় পাওয়া গেছে। শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দ্বারকাবাসীদের পরিচয়পত্র হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছিল।

বিশ্বের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব দেশ ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 'অখণ্ড ভারত' ধারণাটি ইন্দোনেশিয়া থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক অঞ্চলকে বোঝায়। হরিবংশ, মহাভারতের মতো প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে রাশিয়া এবং আমেরিকার মতো দূরবর্তী ভূমির উল্লেখ আছে, যা ভারতের বিশ্বজনীনতাকে প্রমাণ করে।

ত্রিশিরা

মহাভারত সমর্থনকারী বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

জ্যোতির্বিদ্যা প্রমাণ

পাশ্চাত্যবাসী অনেক পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর দুটি গতির প্রসঙ্গে জানলেন। হাজার হাজার বছর আগেই তা প্রমাণিত হয়েছে 'সূর্যসিদ্ধান্ত'-এ। এছাড়াও সেখানে দেখানো হয়েছে জ্যোতির্বিদ্যার বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—পৃথিবীর অক্ষের ঘূর্ণন, বিষুব গতি ইত্যাদি। 'সূর্যসিদ্ধান্ত' ভারতবর্ষের নির্ভুল জ্যোতির্বিদ্যা গ্রন্থ যেখানে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ আছে।

পৃথিবীর দুটি গতি : পৃথিবী নিজের অক্ষের চারপাশে এবং সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এও জানা ছিল যে পৃথিবীর অক্ষ ঝুঁকে আছে এবং এর অগ্রগতি (precession) ছাব্বিশ হাজার বছরে সম্পূর্ণ হয়, যা একটি যুগের সময়কালের সঙ্গে মোটামুটিভাবে মেলে।

এখন বলা হয়, পৃথিবীর অক্ষ হেলে থাকে ২৩.৫ ডিগ্রিতে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতেন যে তা বাড়ে-কমে। হাজার হাজার বছর আগে এটি চব্বিশ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি ছিল। যেমন রামায়ণের যুগে অগস্ত্যনক্ষত্র ছিল দক্ষিণ মেরুর তারকা কিন্তু এখন সে উত্তর আকাশে দৃশ্যমান। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এই বিষয়টি আবিষ্কার করেছেন। প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলির যথার্থতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রায় সঠিক।

রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে, বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনায় 'জম্বুদ্বীপে, ভরতখণ্ডে' এবং 'অমুক মন্বন্তরে অমুক পক্ষে অমুক তিথিতে' এভাবে বলা হয়। এই পদগুলি ঘটনার নির্দিষ্ট স্থান-কালকে লিপিবদ্ধ করেছে। তার সঙ্গে নক্ষত্রপুঞ্জ, মহাকাশ সম্পর্কিত বিষয়গুলির বর্ণনাও অবিশ্বাস্যভাবে সুনির্দিষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ জনৈক 'অন্ধক'-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। কংসের অত্যাচার তখন চরমে পৌঁছেছে। মন্ত্রী 'অন্ধক' শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ঠিক আগে রাজা কংসের কাছে অশুভ ঘটনাবলি বর্ণনা করছেন। তিনি প্রায় অর্ধেক আকাশ জুড়ে প্রসারিত একটি

মন্ত্রী অন্ধকের বর্ণিত মহাকাশ

উল্কার বর্ণনা করেছেন যেখানে 'ভরণী' থেকে শুরু করে তেরোটি নক্ষত্রের উল্লেখ আছে। মঙ্গলগ্রহ এবং অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুর গতিবিধিও বিস্তারিত বলা হয়েছে। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা-সফটওয়্যার যেকোনও তারিখ, সময় এবং অবস্থানের জন্য আকাশের মানচিত্র তৈরি করতে পারে। এটি ব্যবহার করে গবেষকরা ওই ঘটনাটির সময়কাল আনুমানিক ৫৬২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নির্দিষ্ট করেছেন।

পৃথিবী তার কক্ষপথের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে সূর্যের চারপাশে একটি নকশা গঠন করে। এক ডিগ্রি গতির জন্য প্রায় বাহাত্তর বছর সময় লাগে। এই কারণেই মকর সংক্রান্তি, যা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবর্ষে (১৮৬৩) ১২ জানুয়ারিতে ছিল, তা এখন ১৪ বা ১৫ জানুয়ারিতে বদলে গিয়েছে। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা ভারতীয় ক্যালেন্ডার তৈরি করার সময় এই গতির দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন।

একইভাবে, ভীষ্মের নির্বাণ হয় উত্তরায়ণের দিনে, কিন্তু পৃথিবীর অক্ষের অগ্রগতির কারণে, এই দিনটি সময়ের সঙ্গে প্রায় একশো পাঁচ দিন বদলে গিয়েছে। এইসব অসাধারণ বিবরণের মাধ্যমে আমরা প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি বুঝতে পারি।

প্রত্ন-জ্যোতির্বিদ্যা প্রমাণ : ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব

প্রত্ন-জ্যোতির্বিদ শ্রীনীলেশ ওক (লেখক ও গবেষক, ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড সায়েন্সেস, ডর্টমাউথ, ম্যাসাচুসেটস), রূপা ভাটি (বেদ, জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্র বিশারদ) প্রমুখ ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আনার চেষ্টা করছেন যা আমাদেরকে মহাভারতের মহান আখ্যান বুঝতে, উপস্থাপন করতে এবং রক্ষা করতে সক্ষম করবে।

শ্রীনীলেশ ওক দেখিয়েছেন কীভাবে পূর্বপরিচিত কিন্তু অনালোচিত এক জ্যোতির্বিদ্যা পর্যবেক্ষণ মহাভারত যুদ্ধের এ-যাবৎ প্রস্তাবিত কালের ছিয়ানব্বই শতাংশই বাতিল করে দেয়। ভীষ্মের শরশয্যার কালের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি তাঁর বিশ্লেষণে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর তত্ত্ব বিশ্বসভ্যতা, ঘোড়ার গৃহপালন, বেদ-রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদির কাল সম্পর্কে আমাদের মতবাদের আমূল পরিবর্তন করে। পালসার*, বশিষ্ঠ-অরুন্ধতী প্রভৃতি নক্ষত্রগুলির গতিবিধি সম্পর্কে তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ মহাভারতের সময় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে কাজ করে। এটি ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উপর একটি যুগান্তকারী দৃষ্টিভঙ্গি।

ভৌগোলিক প্রমাণ

বি. বি. লালের গবেষণা আলোকপাত করছে যে মহাভারতে অনেক শহরের প্রাচীন নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাদের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থানগুলি তাদের বর্ণনার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে। যেমন পুরনো দিল্লির বর্ণনা ইন্দ্রপ্রস্থের সঙ্গে মেলে; হস্তিনাপুর মিরাটের কাছে আছে; কুরুক্ষেত্র অবস্থিত দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীর মাঝখানে ইত্যাদি। মহাভারতে আরও বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে বলরাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে সরস্বতীর তীর ধরে তীর্থযাত্রায় চলে গিয়েছিলেন 'বিনাশন' পর্যন্ত (স্থানটি রাজস্থানের মরুভূমিতে অবস্থিত)। সরস্বতী

* পালসার হল নিউট্রন তারকা, যারা একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে উচ্চ তীব্রতার তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে। এই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ নাড়ির গতির মতো নিয়মিত স্পন্দিত হয় বলে এই তারাগুলির নাম হয়েছে 'পালসার'। পালসার মহাজাগতিক দূরত্ব নির্ণয়েও সাহায্য করে।

অন্তর্হিত হল বলেই স্থানটির নাম 'বিনাশন' অর্থাৎ এখানে নদীর বিনাশ হল। তবে আজ 'বিনাশন' 'আদিবদ্রি'তে চলে গিয়েছে, যেখানে সরস্বতী নদী সমভূমিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে 'গুপ্তগামিনী' (অদৃশ্য) হয়ে যায়। আজ সরস্বতীকে আর কাল্পনিক বলে মনে করা হয় না—তার অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে—স্যাটেলাইট ম্যাপিং, পোখরান পারমাণবিক পরীক্ষা, ভূতাত্ত্বিক এবং কার্বন ডেটিং গবেষণার মাধ্যমে।

জিনতত্ত্বগত প্রমাণ

মহাভারত যুদ্ধ আঠারো দিন মাত্র স্থায়ী হয়েছিল এবং এতে আঠারোটি অক্ষৌহিণী ছিল, যার মধ্যে এক লাখেরও বেশি ঘোড়া, হাতি এবং সৈন্য ছিল। সেইসময় জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক পাঁচ থেকে কুড়ি মিলিয়ন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রাজারা এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন যা প্রায় দশ মিলিয়ন মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। এর মধ্যে প্রায় চার মিলিয়ন মানুষ যুদ্ধে নিহত হন।

এই ব্যাপক ক্ষতির গভীর জেনেটিক প্রভাব ছিল, বিশেষ করে পুরুষ জনসংখ্যার উপর। পুরুষের Y ক্রোমোজোমের অবক্ষয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর স্থায়ী ছাপ ফেলে। জেনেটিক গবেষণা প্রায় সাত হাজার পাঁচশো বছর আগে Y ক্রোমোজোম বংশের তীক্ষ্ণ পতনের ইঙ্গিত দেয়। যদিও বিজ্ঞানীরা এখনও তার কারণটি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেননি, তবু এই ঘটনার কেন্দ্রস্থল ভারত বলেই মনে করা হয়।

সেইসময় ভারত ছিল সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং বহু দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। মহাভারত যুদ্ধের জনসংখ্যাগত প্রভাব ছিল; তার থেকে পুনরুজ্জীবিত হওয়া শেষ অঞ্চলগুলির মধ্যে ছিল ভারত। বিপরীতে, ইউরোপের কোনও জেনেটিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না, কারণ তুলনামূলকভাবে সম্ভবত ভারত ওই সময়ে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, নগরায়ন এবং কৃষিতে অনেক বেশি উন্নত ছিল।

লক্ষণীয়, প্রায় ৫৫৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই যুদ্ধের প্রভাব ভারতে সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। বিশ্ব জুড়ে সাধারণ ইঁদুরের (যাদের অস্তিত্ব কৃষি-উন্নয়ন প্রমাণ করে) ওপর করা জেনেটিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে ইঁদুরের জিন ভারত থেকে এসেছে। এই যোগটি ফ্রান্স, দক্ষিণ মেরু, সুইজারল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত, যা বিভিন্ন দেশের প্রারম্ভিক কৃষিনির্ভর সমাজগুলির তুলনায় ভারতের মৌলিক ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়।

আমরা যখন অখণ্ড ভারতের কথা বলি, তখন সেটি ইন্দোনেশিয়া থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক বিস্তৃতি বোঝায়। সেযুগে উত্তর আমেরিকা প্রধানত বসবাসের অযোগ্য ছিল; ইন্দোনেশিয়া থেকে সিরিয়া পর্যন্ত অঞ্চলটি ছিল 'সবুজ বেল্ট' যেখানে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি হয়েছিল।

সমুদ্রবিজ্ঞানগত প্রমাণ

প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ এস. আর. রাও দ্বারকায় মন্দিরগুলির উল্লেখযোগ্য ক্রম আবিষ্কার করেছেন; প্রতিটি মন্দির আগের ধ্বংসাবশেষের উপরে নির্মিত হয়েছে। তাহলেই বোঝা যায় ওই অঞ্চলের শিল্প-স্থাপত্যের ঐতিহ্য কত প্রাচীন! মন্দিরগুলির সর্বনিম্ন স্তরটি মহাপ্রলয়ের সঙ্গে যুক্ত যুগের বলে মনে করা হয় যা প্রায়শই প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনি এবং প্রাথমিক মানবসভ্যতার সঙ্গে যুক্ত। এই ফলাফলগুলি শুধুমাত্র ভারতের স্থাপত্য এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকেই বোঝায় না, বরং দেশের সাংস্কৃতিক প্রাচীনত্বের বাস্তব প্রমাণও দান করে। আমাদের ঐতিহ্যের মূল এই প্রাচীনত্ব প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। ক্যাম্বে সমুদ্র সৈকত, দোলবিরা, এবং বেটদ্বারকার কাছে জলের নিচে গবেষণা থেকে জানা গেছে যে

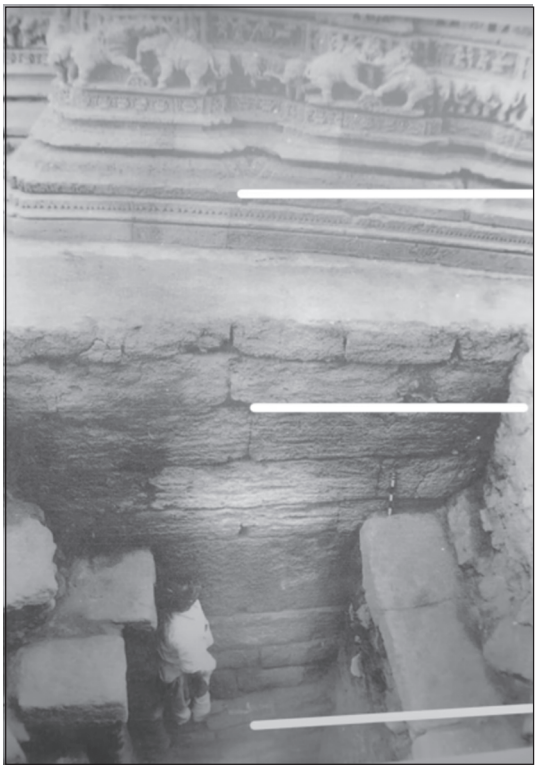

দ্বারকায় মন্দিরস্তর

বহু ধ্বংসাবশেষ (প্রায় সাত হাজার বছরের পুরনো) এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মহাসাগরের নিচের ম্যাপিংয়ে উন্নত বৈজ্ঞানিক কৌশলগুলি ব্যবহার করা হয়। এইসব গবেষণায় দেখা গেছে, ৫৫২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এক প্রবল বন্যা হয়েছিল (যা নীলেশ ওক দ্বারা নির্ধারিত কৃষ্ণের তিরোধানের বছরের সঙ্গে মিলে যায়)। সম্ভবত দক্ষিণমেরুতে হঠাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে বরফের চাদর গলে যাওয়াই এই মহাপ্রলয়ের কারণ। এখনও সোমনাথ মন্দিরের উপর একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। তাতে দক্ষিণমেরুর দিকে নির্দেশ করে একটি তীরচিহ্ন আঁকা; সঙ্গে রয়েছে সংস্কৃত শিলালিপি যা ঘোষণা করছে যে সোমনাথ থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত কোনও ভূমি (land mass) নেই। আমাদের পূর্বপুরুষদের এই বিস্ময়কর জ্ঞানে অবাক হতে হয়। এই মহাপ্লাবন সম্পর্কে ভৌগোলিক প্রমাণ রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে (উত্তর আফ্রিকা, ডেড সী-র সৃষ্টি)। তবে এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দ্বারকা নগরী।

প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটনের জন্য নিজের অতীত ইতিহাস খনন করা

আমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি; এই ধারণাটি এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা সমর্থিত। 'ক্যালিফোর্নিয়া হিপনোসিস ইনস্টিটিউট'-এর মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে Dr. Brian Weiss-এর মতো বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে, বিশ্ব জুড়ে হাজার হাজার মানুষের জন্য past life regression therapy পরিচালনা করছে। থেরাপিটি এই অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচন করে যে একজন মানুষ অগণিত অতীত জন্মের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। আমাদের নিজেদের অতীত অন্বেষণ এইসব ঐতিহাসিক সত্যকে প্রমাণ করে।

মহাভারতের স্থায়ী উত্তরাধিকার

ইতিহাসের প্রতি ভারতের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ হিসাবে রয়ে গেছে মহাভারত—যা দর্শন, নৈতিকতা এবং সর্বজনীন সত্যের সমন্বয় করে। এর শিক্ষাগুলি মানবসভ্যতাকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে; জীবনের জটিলতা এবং সমস্যাগুলির সমাধানের নির্দেশিকা প্রদান করছে।

উপসংহার

অনন্য ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মহাভারতের মতো অতুলনীয় গ্রন্থগুলির মাধ্যমে ভারতবর্ষ প্রাচীন সভ্যতার আলোকবর্তিকা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক গবেষণা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিহিত গভীর জ্ঞান ও তার নিরন্তর আবেদনকেই শক্তিশালী করেছে শুধু। ✠